তথ্য অধিকার বার্তা

প্রান্তজনের তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক নিউজলেটার

❑ ৩য় বর্ষ ❑ ১ম সংখ্যা ❑ মার্চ ২০১২ ❑

তথ্য অধিকার আইনের প্রচার ও প্রসারে রিইব –এর তথ্য অধিকার ওয়েবসাইট ও হেলপলাইন উদ্বোধন

রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্, বাংলাদেশ (রিইব) এর বনানী অফিসে গত ০৯ ফেব্রুয়ারি ২০১২ তারিখে সকাল ১১.০০টায় রিইবের **RTI ওয়েবসাইট ও হেল্পলাইন** এর উদ্বোধন করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মাননীয় তথ্য কমিশনার ড. সাদেকা হালিম। এতে রিইব চেয়ারম্যান ড. শামসুল বারি' সভাপতিত্ব করেন। অনুষ্ঠানে **রিইব কর্মকর্তা পূরবী হালদার** ওয়েবসাইটের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। রিইবের www.rib-rtibangladesh.org ওয়েবসাইট হচ্ছে অংশগ্রহণমূলক, তাই এখান থেকে তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা পাওয়া যাবে এবং আইন সংক্রান্ত যে কোন প্রশ্ন করলে তার উত্তরও পাওয়া যাবে। এছাড়া আরো আছে RTI Helpline। সরকারী ছুটির দিন বাদে অন্যান্য সব দিন সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত সময়সীমায় ফোন করে "তথ্য অধিকার আইন" সম্পর্কে জানা যাবে ও পরামর্শমূলক সহায়তা পাওয়া যাবে। **হেল্পলাইন নাম্বারটি হলো- ০১৭৬৬-১৯৪৫৭১।**

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি তথ্য কমিশনার ড. সাদেকা হালিম বলেন, তথ্য অধিকার আইন নিয়ে মানুষের কাছাকাছি যাওয়ার জন্য শক্তিশালী ডিমান্ড সাইড সৃষ্টি করা এখন একটা চ্যালেঞ্জ। এটা নিয়ে তথ্য কমিশন সহ বিভিন্ন সংগঠনের আরো বেশি ভূমিকা রাখা উচিত। সেই সাথে তথ্য অধিকার আইনটিকে মানুষের কাছাকাছি নিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি রিইবকে ধন্যবাদ জানান এবং রিইবের তথ্য অধিকার ওয়েবসাইট ও হেলপলাইন এর ভূয়সী প্রশংসা করে সাফল্য কামনা করেন।

সভাপতির ভাষণে ড. শামসুল বারি বলেন, "তথ্য অধিকার আইন" বাংলাদেশের নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় একটি শক্তিশালী আইন। তাই এই আইনটি দেশের সকল নাগরিকের জানা খুব প্রয়োজন। এই লক্ষ্যে শুরু থেকেই রিইব RTI Resource Center প্রতিষ্ঠা করে আইনটি নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। এই কার্যক্রমের অংশ হিসেবে তৈরি করা হয়েছে আরটিআই ওয়েবসাইট ও হেল্পলাইন।

রিইব এর ওয়েবসাইট উদ্বোধন করছেন তথ্য কমিশনার ড. সাদেকা হালিম

উন্মুক্ত আলোচনা পর্বে আলোচনা করেন ড. হামিদা হোসেন, ড. অনুপ রেজ, ড. মেঘনা গুহঠাকুরতা, সুরাইয়া বেগম প্রমূখ। উন্মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণকারীরা রিইবের RTI ওয়েবসাইট ও হেলপলাইন এর বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং এগুলো যাতে আরো বেশি জনবান্ধব করা যায় তারও পরামর্শ দেন।

সবশেষে রিইবের নির্বাহী পরিচালক ড. মেঘনা গুহঠাকুরতা প্রধান অতিথি মাননীয় তথ্য কমিশনার ড. সাদেকা হালিম সহ উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানান। রিইবের RTI ওয়েবসাইট তৈরীতে সর্বাত্মক সহায়তা প্রদানের জন্য ড. অনুপ রেজ-এর প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানান।

তথ্য অধিকার প্রকল্পের এনিমেটরদের সাথে আলোচনা

গত ১৫ মার্চ ২০১২ তারিখে রিইবের RTI প্রকল্পের এনিমেটরদের সাথে প্রকল্পের তৃতীয় বছরের প্রথম মাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রকল্পের সমন্বয়কারী সুরাইয়া বেগম রিইবের আরটিআই কার্যক্রমের তিন বছরে পদার্পণের প্রেক্ষিতে বিদ্যমান কার্যক্রম ছাড়াও চলতি বছরে একটি মডেল ইউনিয়ন হিসেবে নীলফামারী জেলার সৈয়দপুর উপজেলার কামালপুকুর ইউনিয়নে প্রো-একটিভ ডিসক্লোজার কার্যক্রম শুরু করার বিষয়ে আলোচনা করেন।

সভায় রিইবের চেয়ারম্যান ড. শামসুল বারি এনিমেটরদের কাছ থেকে গত দুই বছরের আরটিআই কার্যক্রমের অভিজ্ঞতা জানতে চান। কামরুন নাহার ইরা তথ্য আবেদনের ক্ষেত্রে টাকা পয়সা খরচের বিষয়টিকে সামনে নিয়ে আসেন। তিনি বলেন, আবেদন করতে গিয়ে টাকার বিষয়টি চলে আসায় অনেকে আবেদন করতে এগিয়ে আসছে না। অন্য এনিমেটরবৃন্দ এতে সহমত পোষণ করেন এবং আরো জানান, তথ্য আবেদনের ক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে অনেক অফিসে এখনো দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নেই, কিংবা থাকলেও নাম জানা না থাকার কারণে তথ্য আবেদন করতে ভোগান্তিতে পড়তে হচ্ছে। কারণ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে সম্বোধন করে ডাকযোগে প্রেরণ করলে সেসব আবেদন তারা গ্রহণ না করে ফেরত পাঠিয়ে দিচ্ছে। সুতরাং এই বিষয়ে সুনির্দিষ্ট গাইডলাইন থাকা দরকার। এক পর্যায়ে সবার আলোচনার প্রেক্ষিতে এই বিষয়ে তথ্য কমিশনে আবেদন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম উল্লেখ না করে তথ্য আবেদন করার ব্যাপারে ঐক্যমত্য পোষণ করা হয়। এর যুক্তি হিসেবে বলা হয় যে, উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কাছে কোন আবেদন করতে গেলে যদি তার নাম উল্লেখ করার দরকার না পড়ে তাহলে তথ্য আবেদনের ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নামও উল্লেখ করার দরকার পড়ে না। তথ্য আবেদন করতে গিয়ে এনিমেটরদের পরোক্ষভাবে হুমকির মুখোমুখি হওয়ার অভিজ্ঞতা তুলে ধরা হয়। ভবিষ্যতে কিভাবে এই ধরনের সমস্যা মোকাবেলা করা যায় সে বিষয়ে আলোচনা হয় যে, এলাকার আরো অনেককে দিয়ে তথ্য আবেদন করা হলে হুমকি প্রকট হওয়া কঠিন হতে পারে বলে মনে করা হয়। অন্যদেরকেও একইভাবে পৌরসভায় তথ্য আবেদন করার কথা বলা হয়।

প্রকল্পে দুজন নতুন এনিমেটর নিয়োগ দেওয়া হয়েছে, তাদের দলকে তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারের উপর বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদানের কথা বলা হয়।

দিল্লীর CHRI থেকে আগত ভেঙ্কটেশ নায়েক-এর সাথে প্রকল্পের এনিমেটরদের মিটিং

রিইব এনিমেটরদের সাথে দিল্লীর সিএইচআরআই প্রতিনিধির মিটিং

দিল্লীর সিএইচআরআই প্রতিনিধি ভেঙ্কটেশ নায়েক ১৫ মার্চ ২০১২ তারিখে রিইব অফিসে RTI প্রকল্পের এনিমেটরদের সাথে মতবিনিময় করেন। এনিমেটরবৃন্দ তাঁকে জানান, তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করার কারণে এখন তারা অনেক ক্ষমতাবান হয়েছেন। এলাকার অনেকে সুফল লাভ করতে চলেছেন। এই আইন ব্যবহার করার কারণে সরকারী অফিসগুলোতে এখন অনেক পরিবর্তন আসতে শুরু করেছে। যেমন, সাধারণ জনগণের প্রতি কর্মকর্তাদের আচরণের গুণগত পরিবর্তন হয়েছে কিংবা কর্মকর্তারা এখন তথ্য আবেদনকারীদের সাথে অনেকটা ভাল ব্যবহার করে থাকেন, আবেদন করলে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অনেক আবেদনের তথ্য প্রদান করেন। তাই এখন আর আগের মত আপীলে যাওয়ার প্রয়োজন পড়ছে না। এছাড়া তথ্য আবেদন প্রক্রিয়াতে নাগরিকদের দক্ষতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে, সহজ বিষয়ে তথ্য সহজে পাওয়া গেলেও তুলনামূলকভাবে জটিল বিষয়ের তথ্য পেতে সমস্যা হচ্ছে। তাই এটা নিয়ে কিভাবে আরো জোড়ালোভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করা যায় সে বিষয়ে সহায়তা প্রত্যাশা করেন। রিইবের তরফে তাদেরকে ধৈর্য সহকারে কার্যক্রম এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ জ্ঞাপন করা হয়।

ভারতের ভেঙ্কটেশ নায়েক নিজেদের অভিজ্ঞতার আলোকে এনিমেটরদের পরামর্শ দিয়ে বলেন, তথ্য অধিকার কর্মীদের মধ্যে নিয়মিত অভিজ্ঞতা বিনিময় করা, তথ্য লাভের পর সোস্যাল অডিট করা এবং পাবলিক হিয়ারিং করা অতীব জরুরী। কারণ এর মাধ্যমে তথ্য অধিকার কর্মীদের মধ্যে একদিকে যেমন কাঙ্ক্ষিতমাত্রায় সক্ষমতা অর্জন করা যায় অন্যদিকে তেমনি উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করা সম্ভব বলে তিনি মন্তব্য করেন। সবশেষে তিনি ভারতের গুজরাটের পঞ্চায়েত পর্যায়ে কিভাবে প্রো-একটিভ ডিসক্লোজার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে তার উপর পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপন করেন এবং বাংলাদেশে কিভাবে প্রো-একটিভ ডিসক্লোজার কার্যক্রম পরিচালনা করা যেতে পারে তার বিশদ ধারণা দেন।

বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন নিয়ে অন্যান্য কর্মকান্ড

১. দক্ষিণ এশিয়ার তথ্য অধিকার আইনে জনগণের চর্চ্চা বিষয়ে কর্মশালা

ANSA-SAR এবং CHRI এর যৌথ উদ্যোগে "Right to Information: Community of Practice in South Asia" বিষয়ে ২২-২৩ জানুয়ারী ২০১২ তারিখে ব্র্যাক ইন-এ অনুষ্ঠিত এক কর্মশালায় দক্ষিণ এশিয়ায় তথ্য অধিকার আন্দোলনের সংগঠকবৃন্দ অংশ নেন। কর্মশালা সঞ্চালনা করেন CHRI এর ভেঙ্কটেশ নায়েক এবং ANSA-SAR এর নাঈমুর রহমান। কর্মশালায় বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান এবং নেপাল-এ যেসব সংগঠন তথ্য অধিকার নিয়ে কাজ করছে তারা অংশগ্রহণ করেন। এতে বাংলাদেশের মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন, টিআইবি, নিজেরা করি, ব্র্যাক সহ রিইব যোগদান করে। রিইবের পক্ষ থেকে ড. মেঘনা গুহঠাকুরতা এবং সুরাইয়া বেগম কর্মশালায় অংশ নেন।

অনুষ্ঠানে তথ্য অধিকার আইনের ব্যবহার, সফলতা, সম্ভাবনা ও সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় Community of Practice (CoP) এর উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। দক্ষিণ এশিয়ার জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা তথা সরকারী কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় তথ্য অধিকার আইনের সফল ব্যবহারে যৌথভাবে কি করা যায় সে নিয়ে সম্মিলিতভাবে আলোচনা করা হয় এবং একটি নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

২. দক্ষিণ এশিয়াতে তথ্য অধিকার আইন সংক্রান্ত কার্যক্রমে রিইব কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণ

এক. বিহারের পাটনাতে ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের South Asia Poverty Reduction & Economic Management -এর উদ্যোগে গত ০২-০৩ মার্চ ২০১২ আরটিআই কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয় এবং সেখানে রিইব এর চেয়ারম্যান ড. শামসুল বারি অংশগ্রহণ করেন। তিনি Civil Society and RTI: Global Perspectives বিষয়ে প্লেনারি সেশনে বক্তব্য রাখেন।

দুই. Institute of Informatics and Development (IID)-এর উদ্যোগে মহাখালীর ব্র্যাক সেন্টার ইন-এ ২৬ ফেব্রুয়ারী ২০১২ তারিখে "Roundtable on POST-RTIA Challenges to Right to Information" বিষয়ে আলোচনা সভায় কী-নোট পেপার উপস্থাপন করেন রিইব চেয়ারম্যান ড. শামসুল বারি। তাঁর বিষয় ছিল: Challenges of Right to Information in South Asia. সেখানে তিনি ভারত, বাংলাদেশ, নেপাল এবং পাকিস্তানে তথ্য অধিকার আইন কি অবস্থায় কাজ করছে তা তুলে ধরেন।

IID সেমিনারে রিইব চেয়ারম্যান ড. শামসুল বারি

তিন. ঢাকার একটি বেসরকারি সংগঠন Management and Resource Development Initiative (MRDI) গত ০২ ও ০৭ মার্চ মোহাম্মদপুরের YWCA অডিটোরিয়ামে "Using Right to Information for Government Oversight and Support to CAG"

শিরোনামে এক প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর আয়োজন করে। এই কর্মসূচীতে রিইব-এর সহকারী পরিচালক সুরাইয়া বেগম "RTI : Challenges at local level and way forward" সেশনটিতে রিসোর্স পার্সন হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী ছিলেন দেশের বিভিন্ন এলাকার বেসরকারি সংগঠনে কর্মরত কর্মকর্তাবৃন্দ। উক্ত সেশনে দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীতে রিইব-এর কাজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি আলোচনা করেন। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে আরটিআই প্রয়োগের প্রাথমিক পর্যায়ের চ্যালেঞ্জসমূহ এবং শেষে চ্যালেঞ্জকে মোকাবেলা করে সামনে এগিয়ে যাবার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। শেষে প্রশ্নোত্তর পর্বে বিভিন্ন প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করা হয়।

MRDI-এর অনুষ্ঠানে রিইব-এর সহকারী পরিচালক সুরাইয়া বেগম

চার. রিসোর্স স্টাডি এন্ড ম্যানেজমেন্ট সেন্টার (আরএসএমসি) এর উদ্যোগে ০৩ ফেব্রুয়ারী ২০১২ তারিখে কুষ্টিয়া সদর উপজেলার আলামপুর ইউনিয়নের কাথুলিয়া গ্রামে **"তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ ও এর ব্যবহার"** বিষয়ে দিন ব্যাপী এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া সরকারী কলেজের আইন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইতিহাস, বাংলা, ইংরেজি ও ব্যবস্থাপনা বিভাগে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীসহ স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা, সমাজকর্মী ও এলাকার গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালার শুরুতে আরএসএমসি-র নির্বাহী পরিচালক মো: সাইদুর রহমান বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট, বর্তমান পরিস্থিতি এবং গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় তথ্য অধিকার আইনের ভূমিকা বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করেন। এই কর্মশালায় রিইবের মাঠ সমন্বয়কারী উৎপল কান্তি খীসা অংশগ্রহণকারীদের তথ্য অধিকার আইনের কার্যকারিতা বিষয়ে বাস্তব ধারণা প্রদান করেন এবং কীভাবে তথ্য প্রাপ্তির আবেদনপত্র লিখতে হয় তা হাতে কলমে চর্চা করেন।

৩. টাঙ্গাইলের ধনবাড়ি উপজেলায় "নিজেরা করি" সংগঠনের উদ্যোগে তথ্য অধিকার আইনের ভিত্তিতে গণশুনানি অনুষ্ঠিত

গত ১০ মার্চ ২০১২ তারিখে টাঙ্গাইল জেলার ধনবাড়ি উপজেলার "ভূমিহীন সমিতি"র উদ্যোগে ধনবাড়ি নওয়াব ইনস্টিটিউশন প্লে-গ্রাউন্ডে তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য নিয়ে জনগণের অংশগ্রহণে এক গণশুনানি অনুষ্ঠিত হয় "নিজেরা করি"-র সহায়তায়। উক্ত গণশুনানি অনুষ্ঠানে আইন ও সালিশ কেন্দ্রের এডভোকেট সুলতানা কামাল, তথ্য কমিশনার ড. সাদেকা হালিম, রিইবের নির্বাহী পরিচালক ড. মেঘনা গুহঠাকুরতা, ভাইস চেয়ারম্যান ড. হামিদা হোসেন ও আরো অনেকে অংশগ্রহণ করেন। গণশুনানি অনুষ্ঠানে ২০১০-১১ অর্থবছরে ধনবাড়ি উপজেলায় সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নে সরকারীভাবে পরিচালিত ৪০ দিনের কর্মসূচীতে কীভাবে অনিয়মের আশ্রয় নেওয়া হয় তার বিভিন্ন দিক উপস্থাপন করা হয়। এতে বলা হয় যে, এলাকায় অতিদরিদ্র জনগণের কর্মসৃজনের লক্ষ্যে এই কর্মসূচী বাস্তবায়ন করার নিয়ম থাকলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের দুর্নীতির কারণে তা ৩৫ দিনে সমাপ্ত করা হয়। যদিও কাগজে কলমে ৪০ দিনে কাজ সমাপ্ত করার কথা উল্লেখ করে অর্থ আত্মসাৎ করা হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়। অন্যদিকে এই কর্মসূচীতে অনেক দরিদ্র লোককে বাদ দিয়ে তুলনামূকভাবে ধনীদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তাদের মধ্যে আবার অনেকে কাজ না করেই অর্থ লাভ করে। এভাবে অনিয়মের বিষয়টি ফাঁস হয়ে পড়লে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে অনেকে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন।

৪. ব্লাস্ট - এর আইনজীবিদের অংশগ্রহণে তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশের "তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ ও এর গুরুত্ব এবং ব্যবহার কৌশল" বিষয়ে বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) গত ১২ মার্চ ২০১২ তারিখে সেমিনার কক্ষে দিনব্যাপী এক কর্মশালা আয়োজন করে। দেশের বিভিন্ন জেলায় ব্লাস্ট এর শাখা অফিসসমূহে নিয়োজিত আইনজীবিদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত উক্ত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধান তথ্য কমিশনার মোহাম্মদ জমির। রিইবের চেয়ারম্যান ড. শামসুল বারি এতে সভাপতিত্ব করেন। ভারতের ভেঙ্কটেশ নায়েক এবং রিইবের এনিমেটর কামরুন নাহার ইরা, রিপন চাকমাসহ তথ্য অধিকার কর্মী তাহেরা বেগম এখানে রিসোর্স পার্সন হিসেবে অংশগ্রহণ করেন এবং তথ্য অধিকার আইন ব্যবহারের ক্ষেত্রে নানা সফলতা অর্জনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। এতে অংশগ্রহণকারীরা উজ্জীবিত হন এবং রিইবের এনিমেটরদের কাজের প্রশংসা করেন। এক আইনজীবি বলেন, "বয়সের দিক থেকে নবীন হলেও এই কাজের দিক থেকে আপনারা আমাদের চেয়ে অনেক সিনিয়র। আইনজীবি হলেও আপনাদের কাছ থেকে তথ্য অধিকার আইনের বিষয়ে আমাদের অনেক কিছুই শেখার আছে- সেটা আজ প্রথম বুঝতে পারলাম"। প্রধান তথ্য কমিশনার মোহাম্মদ জমির বাংলাদেশের তথ্য অধিকার আইন প্রচার ও প্রসারে নিয়োজিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখ করেন এবং তথ্য কমিশনের ভূমিকা সংক্ষেপে তুলে ধরেন। ড. শামসুল বারি ভারত সফরের অভিজ্ঞতা তুলে ধরে বলেন, তথ্য অধিকার আইনটিকে ব্যবহার করে ভারতের জনগণ সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় অভাবনীয় অগ্রগতি সাধন করতে সক্ষম হয়েছে। বাংলাদেশেও এর বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে।

প্রকল্পে কমিউনিটি পর্যায়ে তথ্য আবেদনের চিত্র জানুয়ারী-মার্চ ২০১২

জানুয়ারি-মার্চ ২০১২ পর্যন্ত সময়সীমায় প্রকল্পে মোট ১৯০টি আবেদন করা হয়েছে। তার মধ্যে ৯৬টির জবাব পাওয়া গেছে, ৮০টি প্রক্রিয়াধীন আছে, ১৪টি আপীলে গেছে। প্রক্রিয়াধীন ৮০টির মধ্যে ০৪টি অভিযোগে প্রক্রিয়াধীন এবং বাকীগুলি আবেদনের মধ্যে প্রক্রিয়াধীন আছে।

প্রকল্প এলাকা	সম্প্রদায়	দল	আবেদন	জবাব প্রাপ্তি	প্রক্রিয়াধীন	আপীল	অভিযোগ
নীলফামারী খাগড়াছড়ি রাজশাহী মুন্সিগঞ্জ ঢাকা	রবিদাস চাকমা সাঁওতাল বেদে বাঙ্গালী	ছাত্রসমাজ, নারী সাঁওতাল বেদে রবিদাস	১৯০	৯৬	৮০	১৪	০৪

বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইনের সফল ব্যবহারের দৃষ্টান্ত

এক. খাগড়াছড়িতে তথ্য লাভের মাধ্যমে বাজারের টোল আদায় কার্যক্রম তত্ত্বাবধান ও অনিয়ম রোধে সফলতা অর্জন

দীর্ঘদিন ধরে বাজারে বিভিন্ন জিনিসপত্র ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে যে টোল আদায়ে অনিয়ম হয় তা প্রতিরোধের জন্য গত ১৬ অক্টোবর ২০১১ তারিখে গণগবেষণা দলের সদস্য মিলন চাকমা বাজার ফান্ড কার্যালয়ে সংশ্লিষ্ট তথ্য পাওয়ার জন্য আবেদন করেন। আবেদনের বিষয় ছিল- বাজারে বিভিন্ন জিনিসপত্র ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে কোন জিনিসের উপর কি ধরনের টোল আদায়ের পরিমাণ ধার্য করা আছে তার নিয়মাবলী জানা। আইনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জবাব না পেলেও পরে আপীল-এর মাধ্যমে তথ্য লাভ করেন। তথ্য লাভের পর সেটা নিয়ে গণগবেষণা দলের সভায় বিস্তারিত খতিয়ে দেখা হয় এবং কিছু অনিয়ম ধরা পড়ে। তাই এলাকার জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে তারা প্রাপ্ত তথ্যটি প্রচারে খাগড়াছড়ি শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ

রিইব-এর আরটিআই ওয়েবসাইট

এলাকাগুলোতে উক্ত তথ্যের ফটোকপি টাঙিয়ে দেন। ০২ ফেব্রুয়ারী ২০১২ তারিখ বৃহস্পতিবার এনিমেটর রিপন চাকমা গণগবেষণা দলের অপর সদস্য বিদর্শন চাকমা-কে সাথে নিয়ে হলুদ এবং চাউলের বাজার পরিদর্শনে যান। সেদিন ছিল হাটবার । তারা হলুদ বিক্রেতার কাছে টোল আদায়কারী টোল আদায় করেছে কিনা তা জেনে নেন এবং শুকনা হলুদে মণ প্রতি কত টাকা হারে টোল দিতে হয় তাও জিজ্ঞেস করেন। উত্তরে প্রশান্ত চাকমা, গ্রাম ধুলছড়ি, দীঘিনালা উপজেলা, খাগড়াছড়ি, মণ প্রতি ২৫ হতে ৩০ টাকা চাঁদা (টোল) দিতে হয় বলে জানান। তখন তারা বিক্রেতাকে টোল আদায়ের নিয়মাবলীর তালিকাটি পড়ে শোনান এবং মণ প্রতি ১৫ টাকা হারে টোল দেবার নিয়ম রয়েছে দেখান। তখন বিক্রেতা বলেন, "তাহলেতো আমাদের কাছ থেকে অনেক টাকা বেশি নেওয়া হচ্ছে এবং কোন রশিদও দেওয়া হয় না।" এরপর তারা ঐ বিক্রেটাকে টোল আদায়ের পরিমাণ সংক্রান্ত তালিকার ফটোকপি হাতে দেয় এবং টোল আদায় করতে আসলে আদায়কারীকে নিয়মের কথা জানিয়ে দেওয়ার পরামর্শ দেয়। তখন বেশ কয়েকজন হলুদ বিক্রেতা তাদের কথা মনোযোগ সহকারে শুনেন এবং টোল আদায়ের আসল বিষয়টি জানতে পেরে সবাই খুশী হন। কিছুক্ষণ পর তারা টোল আদায়কারীকে ইচ্ছেমত টোল আদায় করতে দেখতে পায়। এই সময় তারা দর কষাকষি করছে এমন লোকদের কাছে গিয়ে বিষয়টি জানিয়ে দেয়। বিক্রির পর টোল দেওয়ার সময় তাদের কাছে আসতে অনুরোধ করে। সেই লোকটির বাড়ি ছিল বেতছড়ি গ্রামে। নিজের হলুদ বিক্রির পর লোকটি তাদেরকে জানায়, "আমার কাছ থেকে ৫০ টাকা চাঁদা (টোল) চায়"। লোকটির হলুদের ওজন হয়েছিল ১ মণ ১৯ কেজি। তাই হিসাব মোতাবেক তাকে ২২ টাকা টোল দিতে হয়। উল্লেখ্য বিষয় ছিল বিক্রেতার পিছনে পিছনে টোল আদায়কারী সেখানে চলে আসে এবং ৫০ টাকা দিতে বলে। তখন রিপন চাকমা তাকে কিভাবে টাকা দিতে হবে তা জিজ্ঞেস করে। টোল আদায়কারী পাকা হলুদ ও কাঁচা হলুদের মধ্যে জট পাকিয়ে তাদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে। তখন তাকে তালিকাটি দেখিয়ে বলা হয়, "ভাই, তাকে তো হিসেব মোতাবেক ২২ টাকা দিতে হয়। আপনি কেন ৫০ টাকা চাচ্ছেন?" অতপর টোল আদায়কারী তালিকাটি পেয়ে অবাক হয় এবং হিসাবে ভুল হয়েছে বলে দু:খ প্রকাশ করে ২০ টাকা নিয়ে চলে যায়। উপস্থিত আরো অনেকে ব্যাপারটি দেখছিল এবং তারা সাথে সাথে বেশি টাকা আদায় করার জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করছিল। এ সময় বিক্রেতাদের মধ্যে টোল আদায়ের নিয়মাবলীর তালিকাটি আরো বেশি করে বিতরণ করা হয় যাতে টোল আদায়কারীকে বেশি টাকা না দিতে হয়। পরে এলাকার লোকজন যখন রিপন চাকমাদের চায়ের দোকানে দেখতে পায় তখন প্রতিক্রিয়ায় জানায় "ভাই, খুব ভাল হয়েছে। তালিকাটি পেয়ে আজকে আমরা ২ মণ হলুদ বিক্রিতে ৩০ টাকা টোল দিয়ে রেহাই পেয়েছি। এই ব্যাপারটি আমরা এলাকায় গিয়ে জানাবো এবং তালিকাটির ফটোকপি সবাইকে ভাগ করে দেবো"। পুরো ব্যাপারটি নিয়ে এনিমেটররা এক পর্যায়ে বাজার ফান্ড কার্যালয়ে গিয়ে অনিয়মের কথা তুলে ধরে। সেখান থেকে তাদেরকে জানানো হয় যে, সাধারণ লোকজনের কাছ থেকে অভিযোগ না আসলে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব নয়। তাই এনিমেটররা গত ১৬ ফেব্রুয়ারী ২০১২ তারিখে সাধারণ জনগণ হিসেবে এই অনিয়মের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বাজার ফান্ড কার্যালয়ে অভিযোগ দাখিল করে।

তথ্যটি এভাবে জনসমক্ষে প্রচারের ফলে বাজার ফান্ড কর্তৃপক্ষের টোল আদায়ের অনিয়মের বিষয়টি এলাকার সকলে জানতে শুরু করেছে। এতে সংশ্লিষ্ট অনেকেই সতর্ক হয়েছে। অনেক বিক্রেতা অতিরিক্ত টোল প্রদানের খড়গ থেকে রেহাই পাচ্ছে। গণগবেষণা দলে বিষয়টি নিয়ে বাজারে মাইকিং করার সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে।

ঘোষণা

দেখুন রিইব-এর অংশগ্রহণমূলক আরটিআই ওয়েবসাইট :
www.rib-rtibangladesh.org

আরটিআই হেলপ্‌লাইন সহায়তা : ৯টা-৫টা (ছুটির দিন বাদে)
ফোন নম্বর : ০১৭৬৬ ১৯৪৫৭১

সম্পাদনা : সুরাইয়া বেগম, প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর, **প্রকাশনায় :** রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্, বাংলাদেশ, বাড়ি - ১০৪, সড়ক - ২৫, ব্লক - এ, বনানী, ঢাকা - ১২১৩, বাংলাদেশ, ফোন : ৮৮৬০৮৩০-১
ইমেইল : rib@citech-bd.com, website : www.rib-bangladesh.org, **আর্থিক সহযোগিতায় :** রোসা লাক্সেম্বার্গ স্টিফটুং (RLS), জার্মানী, website : www.rosalux.de